সমকাল

তারিখ ... 26 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...২...

শিক্ষা আইনের আগে নতুন এমপিও নয়

■ বিশেষ প্রতিনিধি

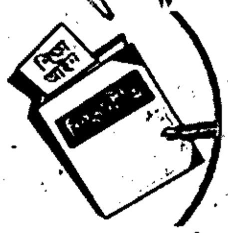

রাজনৈতিক চাপ ও অর্থের অপচয় ঠেকাতেই এ উদ্যোগ

প্রস্তাবিত 'শিক্ষা আইন-২০১৪' পাসের আগে নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করবে না সরকার। ওই আইনে এমপিওভুক্তি পাওয়ার জন্য শর্তাবলি ও বিধান নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে। এমপিওভুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক চাপ ও অর্থের অপচয় ঠেকাতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

গত চার বছর ধরে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। নতুন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতেই এখন নবনির্বাচিত এমপিরা নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আধা সরকারি পত্র (ডিও লেটার) জমা দিয়েছেন। মন্ত্রণালয় চাইছে শিক্ষা আইন পাস করার পর এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে। জানা গেছে, আর্থিক সংকটের কারণেই চার বছর ধরে এমপিওভুক্তি বন্ধ। এমপিওর দাবিতে শিক্ষকরা রাজধানীতে আন্দোলন করতে এসে গত বছর পুলিশের

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

শিক্ষা আইনের আগে নতুন এমপিও নয়

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

লাঠিপেটা ও পেপার স্প্রের শিকার হন। সর্বশেষ এমপিওভুক্ত করা হয়েছে ২০০৯ সালের ১৬ জুন। সেদিন সারাদেশের এক হাজার ৬০৯টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) এমপিওভুক্ত করা হয়। প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী সে সময়ে সরকারি বেতনের আওতায় এসেছিলেন। এরপর আর কোনো উদ্যোগ নেই। বর্তমানে সারাদেশের প্রায় সাড়ে ৭ হাজার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সরকারের গত মেয়াদে মন্ত্রিপরিষদের সভায় শিক্ষা আইনে কিছু সংশোধনীর কথা বলা হয়। সে আলোকেই শিক্ষা আইন সংশোধন করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দেশে ৩৩ হাজার বেসরকারি হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজে পাঁচ লাখেরও বেশি শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। এর মধ্যে ২৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তির মাধ্যমে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ পান। বেশকিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় সমান। আবার কোথাও শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষক সংখ্যা বেশি। ফলে ওই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের অর্থ অপচয় হচ্ছে। শিক্ষা আইন পাসের পর ওই সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে শিক্ষকের এমপিও বহাল রেখে ওই প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হবে। ওই শিক্ষকদের অন্য এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হবে। এর ফলে সরকারের অর্থ সাশ্রয় হবে। এভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের পর নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে।

সারাদেশের বেসরকারি ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্তির দাবিতে সোচ্চার রয়েছেন। গত চার বছর ধরে তারা এমপিওভুক্তির দাবিতে মাঠে রয়েছেন। সংসদ সদস্যরা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে সংসদে মুখর ছিলেন। তাদের চাপের মুখে পড়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষামন্ত্রী তাদের জানিয়েছেন, বাজেটে অর্থ নেই। ওই সময়ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংসদ ও শিক্ষকদের আশ্বস্ত করেছিল- 'আমরা তালিকা করে প্রস্তুত রয়েছি। অর্থ বরাদ্দ পেলেই নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে।' বর্তমান সরকারের সংসদ অধিবেশনের শুরু থেকেই সংসদ সদস্যরা সংসদে এমপিওভুক্তির দাবি জানাবেন বলে জানা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী সমকালকে বলেন, 'এমপিওভুক্তি নির্ভর করে অর্থের ওপর। এবার এমপিওভুক্তিতে অর্থ যেন অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। আমরা আগে শিক্ষা আইন করব।'